বিবাহিত ও চাকরিজীবীদের বাদ দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা ছাত্রলীগের কমিটি পুনর্গঠন-বর্ধিত করার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে অবরোধ করেছে ছাত্রলীগের একাংশ। আট ঘণ্টার অবরোধে বন্ধ হয়ে যায় শাটল ট্রেন-শিক্ষক বাস। স্থগিত করা হয় ১৪টি বিভাগের ১৬টি চূড়ান্ত পরীক্ষা। অবরোধকারীরা সবাই সাবেক মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী।

অবরোধ গতকাল ভোর সাড়ে ৫টায় শুরু হয়। বেলা আড়াইটার দিকে চবির মূল ফটক খুলে দেন আন্দোলনকারীরা। তবে বিকাল ৫টায় প্রতিবেদন লেখার সময় শাটল ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাস চলাচল বন্ধ ছিল।

advertisement 3

গত ৩১ জুলাই মধ্যরাতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর চবি শাখার ৩৭৬ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করে। কমিটি ঘোষণার পরই পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৪টি হলের প্রায় ৩০টি কক্ষ ভাঙচুর করেন। একই দাবিতে গত ১০ আগস্ট সংবাদ সম্মেলন, ৮ সেপ্টেম্বর গণস্বাক্ষর কর্মসূচি, ৬ সেপ্টেম্বর মানববন্ধন ও ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করেছিলেন বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা। পাশাপাশি তারা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হক ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেনের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করেছিলেন।

advertisement 4

চবি শাখা ছাত্রলীগের শাটল ট্রেনের বগিভিত্তিক সংগঠনের ছয়টি উপপক্ষের নেতাকর্মীরা এই অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নেন। যার মধ্যে ভার্সিটি এক্সপ্রেস, বাংলার মুখ, এপিটাফ, রেড সিগন্যাল, কনকর্ড ও উল্কা। এই উপপক্ষগুলোর নেতাকর্মীরা সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী হিসেবে ক্যাম্পাসে পরিচিত।

আন্দোলন চলাকালীন সময়ে নেতাকর্মীরা শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি, ছাত্রলীগের মূল নীতি সেøাগানে আন্দোলন শুরু করেন। শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে অবরোধ পালনে কোনো সার্থকতা দেখছেন না যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মাচেন হ্লা। তিনি আমাদের সময়কে বলেন, আজ আমাদের ইয়ার ফাইনাল। প্রস্তুতির শেষ মুহূর্তে এসে জানতে পারি পরীক্ষা হবে না। এই ধরনের পরিস্থিতি পড়াশোনায় নেতিবাচক প্রভাব রাখে। নগরীর ষোলশহর রেলওয়ে

স্টেশন মাস্টার এসএম ফখরুল আলম বলেন, দুটি শাটল স্টেশনে আটকে রয়েছে। কখন চলবে, তা বলা যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক চৌধুরী আমির মোহাম্মদ মুছা বলেন, অবরোধের কারণে শিক্ষকদের বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে আসতে না পারায় পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

অবরোধের বিষয়ে চবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হক রুবেলের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি কোনো কথা বলতে চাননি। তিনি চবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন টিপুর সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। ইকবাল হোসেন টিপুকে একাধিকবার চেষ্টা করেও মুঠোফোনে পাওয়া যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর রবিউল হাসান ভূঁইয়া বলেন, সাংগঠনিক ইস্যুতে ছাত্রলীগের একাংশের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে অবরোধ ডেকেছেন। অবরোধকারীদের দাবি-দাওয়া পূরণের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কিছু করার নেই। তবে আমরা অবরোধ প্রত্যাহারের বিষয়ে ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে কথা বলছি।